NARAJOLE RAJ COLLEGE

Dr. Tanuka Acharya

Department of Philosophy

যোগদর্শন : -

বিষয়শীর্ষক

ক) যোগের অর্থ

খ) যোগদর্শনের প্রবর্তক

গ) চিত্তভূমি ও তার প্রকার ভেদ

ঘ) যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান

ঙ) যোগমতে চিত্তবৃত্তির স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ

চ) যোগ দর্শনে সমাধি ও তার প্রকারভেদ

ছ) অষ্টাঙ্গ যোগ।

ক) যোগের অর্থ :

যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যোগ। এই 'যোগ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দুটি সংযোগ ও সমাধি। সংযোগার্থক যুজ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে যে যোগশব্দ নিষ্পন্ন হয় তার অর্থ সংযোগ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে – জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকে যোগ বলা হয়। 'সংযোগ যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মানো: সমাধি' – অর্থ বিশিষ্ট যুজ ধাতু থেকে যে যোগ শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ সমাধি। সমাধি হলো জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগরূপ এই অর্থটিও স্বীকৃত হয়েছে। সমাধি হলো জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থা তাই ব্যাসদেব তার যোগসূত্র – 'ভাষ্যে' বলেন – 'যোগ: সমাধি রীতি।' এখানে আপত্তি হলো এই যে , যোগ দর্শনে যে আটটি যোগাঙ্গ বর্ণিত হয়েছে তার চরম অঙ্গ হলো সমাধি। তাই 'যোগ ' শব্দের দ্বারা কেবল সমাধি বোধিত হতে পারে না। তাই যোগদর্শনে 'যোগ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয়েছে। সেই কারণে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বললেন – 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনটি তত্ত্বকে যোগদর্শনে চিত্ত শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই তিনটি তত্ত্ব হলো প্রকৃতির পরিনাম। আর চিত্তের বিকার বা পরিনাম হলো চিত্তবৃত্তি। বিষয়ের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ হলে চিত্ত বিষয়ের আকার ধারণ করে। যেমন ঘটসংযুক্ত চিত্ত ঘটাকার ধারণ করে। আত্মা স্বরূপত: বিশুদ্ধ চৈতন্য হলেও সে নিজেকে ঐ চিত্তবৃত্তির কর্তা , জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলে মনে করে এবং বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বদ্ধ আত্মা পঞ্চক্লেশে (অবিদ্যা , অস্মিতা , রাগ , দ্বেষ ও অভিনিবেশ) জর্জরিত হয়। আত্মার এই বন্ধন মুক্তির জন্যই চিত্তবৃত্তিনিরোধ প্রয়োজন। যে শাস্ত্রে এই যোগ বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে যোগদর্শন বলা হয়। পতঞ্জলি প্রণীত "যোগসূত্র" এই দর্শনের মূল গ্রন্থ। যোগরাজোপনিষদে বলা হয়েছে -- যোগ চারপ্রকার -- মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ। পতঞ্জলির যোগ রাজযোগের অন্তর্গত।

যোগ দর্শনের শাখাগুলির মধ্যে মীমাংসা ও যোগদর্শন অতি প্রাচীন। যোগভাবনার ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে যোগতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। (ক ঠ উ , ১/৩/১৩ , শ্বেতাশ্ব উ। ২/৮)

খ) যোগদর্শনের প্রবর্তক কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষু উভয়েই বলেন – হিরণ্যগর্ভ হলেন যোগশাস্ত্রের আদি উপদেষ্টা। ('হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ' -- তত্ত্ববৈশারদী টীকা / বাচস্পতি মিশ্র)

সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত যোগতত্ত্বকে সুসংহতরূপ দান করেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তার যোগসূত্র গ্রন্থে তিনি যোগশাস্ত্রের বিষয়গুলিকে সংকলন করেন এবং শিক্ষাদান করেন , সুতরাং পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তিনি যে প্রধান প্রবক্তা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সর্বদর্শনসংগ্রহকার সায়ানমাধবাচার্য এই যোগদার্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে উল্লেখ করেছেন এবং পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিকে এই দর্শনের প্রবর্তক বলেছেন।

সাংখ্য ও যোগদর্শন সমানতন্ত্র।সাংখ্যদর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তা যোগদার্শনেও অঙ্গীকৃত। যোগদর্শনে অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে বলে একে সেশ্বরসাংখ্য বলা হয়। (সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হয়নি বলে তাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয়।)

সর্বাদর্শনসংগ্রহকার বলেন পতঞ্জলির যোগদর্শন চিকিৎসা শাস্ত্রের মতো চতুর্ব্যূহ। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য ও ভেষজ এই চারটি বিষয় প্রতিপাদিত হয় ,তেমনি যোগশাস্ত্রে সংসার , সংসারহেতু ,মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় এই চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হল হেয় সংসার ভোগের কারণ। ঐ সংযোগের সমূল বিনাশ হল মোক্ষ,তার উপায় হল যথাযথ দর্শন।

পতঞ্জলির 'যোগোসূত্র' গ্রন্থটি চারটি পাদে বিভক্ত ...

১) সমাধিপাদ (এখানে সমাধিরূপ যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে)

২) সাধনাপাদ (যোগোসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ক্রিয়াযোগ ও যমাদি পাঁচটি বহিরঙ্গ যোগসাধনা নিরূপিত হয়েছে)

৩) বিভূতিপাদ (এখানে ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ যোগসাধন ও তার অবান্তর ফল বিভূতিসমূহ প্রতিপাদিত হয়েছে)

৪) কৈবল্যপাদ (এখানে জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচপ্রকার সিদ্ধি ও কৈবল্য বা মোক্ষের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।)

মহর্ষি পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অনেকের মতেই যোগসূত্রাকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যাক্তি।

পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন মহর্ষি ব্যাসদেব। এই ভাষ্য যোগভাষ্য বা ব্যসভাষ্য নাম পরিচিত। আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৪০০খ্রিষ্টাব্দ। ব্যাসরচিত যোগভাষ্যের ওপরে বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ববৈশারদী টিকা রচনা করেন এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু রচনা করেন যোগবর্তিক টিকা এবং ' যোগসার ' গ্রন্থ। দশম খ্রিস্টাব্দে যোগসূত্রের ওপর ভোজরাজ রচনা করেন ভোজবৃত্তি। রামানন্দযতি রচনা করেন মনিপ্রভা টীকা। পরবর্তীকালে অনন্তদেব রচিত চন্দ্রিকা টিকা, ,সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী রচিত যোগসুধাকর টিকা , নাগোজীভট্ট রচিত যোগবৃত্তি টিকা প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে পতঞ্জলি হলেন অনন্তনাগের অবতার। প্রাচীনগন বলেন পতঞ্জলি চরকরূপে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রনয়ন করে শরীরের মল দূর করেন এবং যোগশাস্ত্র রচনা করে চিত্তের মল দূর করেন ...

'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচ্যাং মলং শরীরস্যতু বৈদ্যকেন

যোহপাহরৎ পন্নগরাজ এব।'

পতঞ্জলি অনন্তনাগের অবতার এই ধারণাবশতই যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব তাঁর ভাষ্যের আদিতে মঙ্গলাচরণে বহুবদন সমন্বিত বিষম বিষধর যোগযুক্ত যোগদ সর্পরাজ অনন্তদেবের স্তব করেছেন।

গ) চিত্তভূমি ও তার প্রকারভেদ :

যোগমতে চিত্ত সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রকাশ,প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীলতা এই তিন প্রকার স্বভাব আছে বলে চিত্তকে ত্রিগুণাত্মক বলে মনে করা হয়। এই তিন প্রকার গুনের তারতম্য অনুসারে চিত্ত নানা রূপ ধারণ করে। চিত্তের এই বিভিন্ন স্তর বা অবস্থা হলো চিত্তভূমি। যোগদর্শনে পাঁচ প্রকার চিত্তভূমি স্বীকার করা হয়—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত : এই অবস্থায় রজ: ও তম: গুণের প্রাধান্য থাকায় চিত্ত অতি চঞ্চল থাকে এবং সমাধির অনুপযোগী হয়।

(ক্ষিপ্তং নাম তেষু তেষু বিষয়েষু ক্ষিপ্যমানমল্পকিরং চিত্তমুচ্যতে ..সর্বদর্শনসংগ্রহ) ।

মূঢ় : এই ভূমিতে চিত্তে তমো গুণের প্রাধান্য থাকে। তাই চিত্ত তন্দ্রা আলস্য প্রভৃতির বশীভূত হয় ('তম: সমুদ্র মগ্নং নিদ্রাবৃত্তি ভাবিতং মূঢ়মিতি গীয়তে' – সর্বদর্শনসংগ্র)

বিক্ষিপ্ত : এই ভূমিতে তমোগুণের প্রভাব কম এবং রজোগুণের প্রভাব অধিক থাকে। এখানেও চিত্ত অধিকক্ষণ স্থির থাকতে পারে না ('ক্ষিপ্তাদ বিশিষ্ট: বিক্ষিপ্তমিতিগীয়তে' . সর্বদর্শনসংগ্রহ). ক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে কিছুটা বৈশিষ্টযুক্ত অবস্থা হল বিক্ষিপ্তভূমি।মনের অস্থিরতা ব্যাধি, সংশয়াদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। এই অস্থির চিত্ত বিক্ষিপ্ত দশায় কখনো কখনো সংবৃত হয়ে কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে, স্থৈর্যপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তা স্থায়ী হয় না।

একাগ্রভূমি : এই অবস্থায় রজ: ও তমোগুণ লুপ্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে , এইভূমি যোগের অনুকূল , এখানেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, মাধবাচার্য বলেন – 'একতানং চিত্তম একাগ্রমুচ্যতে '(সর্বাদর্শনসংগ্রহ) নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একটি প্রত্যয়ে চিত্তের স্থিতিই একাগ্র ভূমি।

নিরুদ্ধ : এখানে চিত্তের কোনো অবলম্বন থাকে না। মাধবাচার্য বলেন --নিরুদ্ধসকলবৃত্তিকং সংস্কার মাত্রশেষ: চিত্ত: নিরুধ্যমিতিভণ্যতে। এই অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় , কেবল সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই ভূমিতেই সম্ভব হয়।

ঘ) যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান : –

যোগদর্শনে ষড়বিংশতিতম তত্ত্বরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। কৈবল্য লাভের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের মার্গ নির্দেশ করার পর মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিলাভের একটি বিকল্প উপায় নির্ধারণ করেছেন। সেটি হলো – ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরচিন্তা , ঈশ্বরে সকল কর্মফল সমর্পন এবং ঈশ্বর ভক্তির দ্বারাও সমাধিলাভ সম্ভব হয়।

ঈশ্বরের লক্ষণে পতঞ্জলি বলেন – " ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্ট: পুরুষ: ঈশ্বর: " ঈশ্বর হলেন সেই পুরুষ যিনি অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ , কর্ম, বিপাক বা কর্মফল ,আশয় বা সংস্কারের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট। ঈশ্বর বা পরমাত্মা নিজ ইচ্ছামাত্র এক বা বহু

নীলাতনু ধারণ করে এগুলির অধিষ্ঠাতারূপে লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। এইভাবে তিনি সংসার দুঃখরূপ অগ্নিতে দগ্ধ জীবগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।সম্প্রদায় প্রবর্তনা ও জীবের প্রতি অনুগ্রহ এই দুটি লিঙ্গের দ্বারা ঈশ্বরের অনুমান সম্ভব হয় (সর্বদর্শন সংগ্রহ)" যোগমতে, ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছামাত্রে জ্ঞান প্রদানের দ্বারা সমস্ত জীব উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট হলো এই যে -- তিনি জ্ঞানধর্ম উপদেশের দ্বারা জীবের উদ্ধারের ইচ্ছায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ উপাধি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।এই উপাধিবশতই তিনি সর্বজ্ঞ।

মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' গ্রন্থের সমাধিপাদে ৬ টি সূত্র উল্লেখ করেছেন যেগুলি থেকে ঈশ্বরের অস্তীত্ব প্রমাণিত হয়। সূত্রগুলি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

১) তত্র নিরতিশয়া সর্বজ্ঞত্ববীজম : অন্যত্রে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তা ঈশ্বরের নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্তভাবে ধারণ করে পতঞ্জলি বলেন --শান্ত বস্তুর চিন্তা করতে গেলেই মন বাধ্য হয়েই অনন্তের চিন্তা করতে হবে, সীমাবদ্ধ দেশ বা কালের কথা চিন্তা করতে গেলেই অনন্ত দেশ বা কালের কথা চিন্তা করবে। জ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র জ্ঞানের কথা চিন্তা করতে গেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে হবে। জীবের মধ্যে যে জ্ঞান বীজভাবে আছে কোনো সর্বজ্ঞ

পুরুষে তার চরম উৎকর্ষ স্বীকার করতে হবে। জ্ঞানের তারতম্য স্বীকার করলে তা অবশ্যস্বীকার্য।সেই সর্বজ্ঞ পুরুষই হলেন ঈশ্বর।

২) স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদ্যা : ঈশ্বর পূর্বপূর্ব গুরুদের ও গুরু। কারণ তিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে তার উন্মেষের জন্য কোনো জ্ঞানী গুরু প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ বা স্বর্গবাসী দূতবিশেষ আমাদের গুরু হতে পারেন না। তাঁরা সকলেই সসীম হওয়ায় তাঁদের আবার গুরু ছিলেন -- একথা স্বীকার্য। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন নন। এই অনাদি, অনন্ত, নিত্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন বলে পূর্বপূর্ব আচার্যদেরও গুরু।

৩) তস্য বাচক: প্রণব : : ব্যক্তি বস্তু বা ভাবনা মাত্রেরই একটি বাচকশব্দ থাকে। বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক।

বাচক বাচ্য পদার্থের প্রকাশক। 'গো ' শব্দ উচ্চারণের ফলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে শৃঙ্খলাঙ্গুলাদি যুক্ত পশুবিশেষে আকার উদিত হয়। উক্ত পশু বিশেষ বাচ্য ও 'গো' শব্দ তার বাচক। তেমনি সর্বজ্ঞ , সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যথার্থ বাচক শব্দ 'প্রণব ' বা 'ওঁকার ' উচ্চারণ করলেই সাধকের মনে ঈশ্বর ভাব উদিত হয়। অনাদি ঈশ্বরের সঙ্গে অনাদি 'প্রণব 'বা 'ওঁকার ' এর সমন্ধ নিত্য ও অনাদি।

৪) তজ্জপ: তদর্থভাবনম : যোগদার্শনিকদের মতে প্রণব মন্ত্র বা ওঁকারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও তার অর্থধ্যান সমাধিলাভের উপায়। এই প্রনবমন্ত্র জপ ও ঈশ্বরের ভাবনাই যোগীদের ঈশ্বর প্রণিধাণ, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

৫) তত: প্রত্যেকচেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ :

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, ওঁকার জপ ও চিন্তার ফলে চৈতন্যের বা পরমাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এবং যোগ বা সমাধিলাভে বিঘ্নকারক সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হয়। এজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

৬) ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা :

যোগমতে ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দ্বারা অথবা, সকল কর্মের ফল অথবা সর্বভাব পরামগুরু ঈশ্বরে অর্পনের দ্বারা যোগীসাধক অচিরে সমাধি ও কৈবল্যলাভে সামর্থ হয়. সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

'যোগসূত্র' গ্রন্থের সমাধিপাদে ঈশ্বর প্রণিধানকে সমাধিলাভের বিকল্প উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরে যোগসূত্রের সাধনপাদে ঈশ্বরপ্রণিধান বিধান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তপস্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বরে সমস্ত কর্মফল সমর্পন করাকে ক্রিয়াযোগ বলে। ক্রিয়াযোগে যে ঈশ্বর প্রণিধানের নির্দেশ করা হয়েছে তা কোনো বিকল্প উপায় নয়। তা ধ্যান সমাধিতে অসমর্থ, অথচ যোগমার্গে প্রবেশে ইচ্ছুক সমস্ত ব্যক্তিরই অবশ্য পালনীয়।

এভাবে দেখা যায় , জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো স্থান যোগদর্শনে না থাকলেও যোগসাধনা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রণিধানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া জ্ঞানদাতা , আদিগুরু হিসেবে জ্ঞানধর্মের উপদেশের মাধ্যমে জীবের উদ্ধার কর্তা হিসেবে যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান সকলের ওপরে।

৪) যোগমতে চিত্তবৃত্তির স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ :